মানবাধিকার লংঘন

মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার; সরকারের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি

৩১শে আগষ্ট, ২০০২ বারুইপুর থানার অধীন কোবেডিয়ায় বসবাসকারী সইফুদ্দিন মন্ডল কমিশনের নিকট অভিযোগ করেন যে গত ২২/৩/২০০০ তারিখে বারুইপুর থানার ২৬৬ (১২) ৯৯ নং মামলায় ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৯৬/২৯৭ নং ধারা অনুযায়ী তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর আদালতের রায়ে তাঁকে কারাবাসে পাঠানো হয়। গত ১/৬/২০০০ তারিখে জামিনের ভিত্তিতে তাঁকে কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ২৫/৮/২০০২ তারিখে পুনরায় তাঁকে বারুইপুর থানার মামলা নং ৯৮ (৫) ২০০০ এর অধীনে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৯৯/৪০২ ধারায় গ্রেফতার করা হয়। ১৭/৫/২০০০ তারিখে যে সময়ে ঘটা ডাকাতির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে দ্বিতীয়বার গ্রেফতার করা হয়, সে সময় তিনি আলিপুর সংশোধনাগারে বারুইপুর থানার ২৫৬ (১২) ৯৯ নং মামলার অধীনে বন্দী ছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে ১৭/৫/২০০০ তারিখে ডাকাতি করার পরিকল্পনার সাথে লিপ্ত থাকার সম্ভাবনা নগন্য।

তদন্তকারী অফিসারের বিদ্বেষপরায়নতায় সইফুদ্দিন মন্ডলকে ২৫.৮.২০০০ থেকে ২৯.৮.২০০০ তারিখ অবধি হাজতে থাকতে হয়। পূর্ব ঘটনা জানা সত্ত্বেও তদন্তকারী অফিসারের এ হেন অযৌক্তিক কার্যের জন্য সইফুদ্দিন কমিশনের কাছে জানান যে এতে তাঁর মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং ফল স্বরূপ উক্ত অফিসারের শাস্তি এবং ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করেন।

পর্যায়ক্রমে কমিশন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অধিক্ষককে ঐ ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন এবং তার প্রতিবেদনও পেশ করতে বলেন। পাশাপাশি এই অভিযোগকারীকেও এ ব্যাপারে অবগত করা হয়।

কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অধিক্ষক, সি. আই. বারুইপুরের মারফত তদন্ত করে প্রতিবেদন পেশ করেন। এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয় যে সাব ইন্সপেক্টর অলক কুমার ঘোষ (যিনি পূর্বে বারুইপুর থানায় এবং বর্তমানে বাসন্তী থানায় কর্মরত) কর্তৃক এই গ্রেফতারটি নিতান্তই অযৌক্তিক। এই প্রতিবেদনে আরও প্রকাশ পায় যে সাব ইন্সপেক্টর অলক কুমার ঘোষের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্য বিবরণী নং ৪৮/২০০১ সূচনা করা হয়েছে এবং ঐ কার্যকরণ সমাপ্ত হয়েছে।

তদন্তের প্রতিবেদন এবং আনুষঙ্গিক অনেক কিছু বিবেচনার পর কমিশন সাব ইন্সপেক্টর অলক কুমার ঘোষকে শুনানীর জন্য ডেকে পাঠায়। এস. আই. অলক কুমার ঘোষ কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী তার সমক্ষে উপস্থিত হয়। সে পরিষ্কার স্বীকারোক্তি দেয় যে সে একেবারেই অবগত ছিল না সইফুদ্দিন মন্ডল, যাকে গ্রেফতার করা হয় বারুইপুর থানার কেস নং ৯৮(৫) ২০০০ এবং ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৯৯/৪০২ ধারা অনুযায়ী সেই একই দিনে জেল হেপাজতে ছিল। এই ব্যাপারে সে আগে থেকেই অবগত থাকলে কখনোই দোষী লোকেদের বয়ান মোতাবেক সইফুদ্দিন মন্ডলকে গ্রেফতার করত না। অলোক কুমার ঘোষ অস্বীকার করে যে তার এমন কর্মের পেছনে কোন প্রবঞ্চনা মূলক উদ্দেশ্য ছিল বলে।

সাব ইন্সপেক্টর অলক কুমার ঘোষের বিরুদ্ধে কি বিভাগীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল তা কমিশনের নিকট জানানোর জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগণার পুলিশ সুপারকে কমিশন নির্দেশ দেয়। পুলিশ সুপার জানান যে কর্তব্যে অবহেলার জন্য এবং দুর্ব্যবহারের জন্য সাব ইন্সপেক্টর অলক কুমার ঘোষকে চরম শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। তদন্তকারী অফিসারের রায় অনুযায়ী তার দুটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি বন্ধ করে দেওয়া হয় যার ফলে তার আর্থিক ক্ষতির পরিমান হয় ১৯ হাজার ৬৫৫ টাকা। এই দন্ডাদেশটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট দ্বারা অনুমোদন করানো হয়।

যেহেতু অলক কুমার ঘোষ ইতিমধ্যেই বিভাগীয় কার্যকরণ দ্বারা শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে তাই এই ক্ষেত্রে কমিশন নতুন কোন শাস্তি প্রদানের সুপারিশ করতে অক্ষম। তবে কমিশনের নির্দেশে অভিযোগকারীকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একটি আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে যার দ্বারা মোট ১ হাজার টাকা তাঁকে দেওয়া হবে এবং এটি অলোক কুমার ঘোষের বেতন থেকে আড়াইশো টাকার সমান চারটি কিস্তিতে আদায় করতে হবে।

কমিশন রাজ্য সরকারের নিকট এই মর্মে সুপারিশ জানিয়েছে অবিলম্বে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার জন্য এবং কমিশনের সুপারিশ কতটা কার্যকরী হল যে বিষয়ে কমিশনকে অবগত করার জন্যও রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে।

বিশেষ প্রতিবেদন

গত ৩১/১২/২০০২ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের এ.ডি.জি ও আই.জি.পি শ্রী বি.পি. সিংহ মহাশয় কর্ম হতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের মাত্র বছর তিনেক কাল তিনি রাজ্য কমিশনের এডিজি ও আই জি পি পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই স্বল্প সময়ের পরিসরেই তিনি তাঁর কাজের ছাপ রেখে গেছেন। সদাহাস্যমুখ, উদারমনা ও পরিশীলিত স্বভাবের অধিকারী এই মানুষটিকে বিনম্র শ্রদ্ধা ও বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে কমিশনের সভাকক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় তাঁর কাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন মাননীয় সভাপতি এবং অন্যান্য সভ্যরা। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে আবেগমথিত গলায় বলেন এই কমিশনের হয়ে কাজ করতে পারার জন্য তিনি গর্বিত এবং এও বলেন ভবিষ্যতে কমিশনের যে কোন প্রয়োজনে তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। ১/১/২০০৩ তারিখে শ্রী বি পি সিংহ মহাশয়ের স্থলে শ্রী কে কে দাস তাঁর কার্যভার গ্রহণ করেন।

গত ৩/১২/২০০২ তারিখে কমিশনের যুগ্মসচিব শ্রী কানাইলাল ভৌমিক কমিশন হতে স্থানান্তরিত হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগে যুগ্মসচিব পদে যোগদান করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর হতে আসা নেসার ওয়ারিশ কমিশনের যুগ্মসচিবের কর্মভার গ্রহণ করেন।